

হাতি



রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বা সেক্টর হেড কোয়ার্টারে
পারে না। উত্তরে চৌগা
টার। এর ৬ কিলোমিটার
বা নান্দারগ থেকে যাওয়া
পাকা সড়ক এখন
কাবিলপুর ঘেষে উত্তরে
দক্ষিণে কাশিপুর বিডিআ
র। তবে কাবিলপুর গ্রামা
শাহজাদপুর ক্যাম্পে যা
সীদের অভিযোগের পা
র সত্যতা যাচাই করার জ
র সামান্য সময় অপেক্ষ
ার থেকে আসছে প্রতিদি
ব আসছে ফেনসিডিল।

র পরিমাণ প্রতিদি
সিডিকেটও আ
দের নাম এব
। স্থান বাজারটি



নির্মাণসামগ্রী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। তারুণ্যের পদতারা প্রাণবন্ত এক
ক্যাম্পাস। এর বিশাল বৃক্ষরাজি, নিবিড় ছায়াতল আর
সবুজ ঘাসের নরম চত্বর বার বার রঞ্জিত হয়েছে নিরীহ
ছাত্রের পবিত্র রক্তে। অস্ত্রের কনকনানি, বোমাবাজি,
দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হামলা পাল্টাহামলা- সবই যেন এই
ক্যাম্পাসের নিত্যকার মামুলি ব্যাপার। গত ২৫ বছরে
এখানে পড়তে এসে ২৫ ছাত্র লাশ হয়ে ঘরে ফিরে
গেছে, আহত হয়েছে ৬ হাজার। আর অনেকেই হয়েছে
সমাজ-সংসার ছাড়া চিহ্নিত সন্ত্রাসী। অবৈধ অস্ত্র এখন
তাদের নিত্যসঙ্গী। রণ কাটা ও হত্যা তাদের নেশা।

এক পরিসংখ্যান দেখা গেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের
বাতাসকে কলুষিত করবার পিছনে যারা সবচেয়ে বেশি ভূমিকা
রেখেছে, তারা হচ্ছে স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামীর সশস্ত্র
অঙ্গসংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির। এদের হিংস্র খাবায় আজ পর্যন্ত বহু
অঘটন ঘটেছে ক্যাম্পাসে। অনেক ছাত্রী হারিয়েছে সজ্জম। তবু থেমে
নেই হিংস্র স্বাধীনতাবিরোধীদের পদচারণা। একের পর এক সন্ত্রাস চলছেই
রা.বি. ক্যাম্পাসে। এই সশস্ত্র শিবির কর্মীদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপে
ক্যাম্পাস একটা তটস্থ হওয়ায় এখানে সর্বদাই চলে আসছে ওদের

প্রাণ হারিয়েছে তাদের মধ্যে মৌলবাদী ছাত্র শিবিরের কর্মী ও সমর্থক মারা
গেছে ১২ জন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ২ জন, ছাত্রলীগ (শা-পা) ২
জন, ছাত্র মৈত্রীর ২ জন, জাসদ ছাত্রলীগের ২ জন, ছাত্র ইউনিয়নের ১
জন, জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন জাসাসের ১ জন,
রাজনৈতিক পরিচয়হীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন ছাত্র, ১ জন হকার এবং
একজন গ্রামবাসী প্রাণ হারিয়েছে বিভিন্ন অস্ত্র-এর গুলিতে। রাজশাহী
বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাথে প্রতিপক্ষ ছাত্র
সংগঠনগুলোর মধ্যে যে সব সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছে সে সময়ে অনেকেরই
হাত ও পায়ের রগ কেটে দিয়েছে ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র কর্মীরা।

মুক্তচিন্তা, মুক্তবুদ্ধি, স
দীর্ঘ প্রায় ৫ বছর প
উঠলেও নেতৃত্বের সব
আবার ঝিমিয়ে পড়েছে
কাউন্সিল হওয়ার দীর্ঘ
অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও
সঙ্কট।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
দীর্ঘ ৮ বছর ধরে হচ্ছে

শশন দু

রয়েছে--হাজীগঞ্জ ও
মন্ডলপাড়া ফায়ার
জীর্ণশীর্ণ। হাজীগঞ্জ
পানিবাহী গাড়ি এবং
পুরনো। ২০/২৫ বছরে
বন্ধুর গাড়ি চালাতে হ
দুটো ফায়ার ট্রেনে মা
৩০ ক্যান ফোম মজুদ থ
ফোমবাহী গাড়ি।
নেভানোর ক্ষেত্রে এই
নিমিষেই শেষ হয়ে যায়
হয় ঢাকা সদর দফতর
গাড়ি আসার ওপর। না
ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ
সময় লাগে কমপক্ষে ১ ঘ
ততক্ষণে ঘটে যেতে
ক্ষমক্ষতি। উল্লেখ্য, নার
সরকারী তেলের ডিপো
কয়েক কোটি লিটার জেল
নারায়ণগঞ্জ দেশের
রফতানিযুগ্মী পোশাক শি
প্রায় আড়াই শ' গয়
অধিকাংশই বহুতল ও
অগ্নিকাণ্ড মোকাবিলায় হ
ট্রেনে কোন সরঞ্জাম নে
ভবনে অগ্নিনির্বাপন ও উ
দরকারী টার্ন টেরি
মোরকেন। টার্ন টেরি
খুলনায়। গার্মেন্টসগুলো
বাহিন্যা নিরস্ত্রই আশঙ্ক

ছাত্র নেতারা কে কি বলেন

ছাত্রলীগের নেতা সজ্জম বলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের
রাজনীতিতে মেধা শূন্য হয়ে পড়েছে। মাসলমানদের সঙ্গে
শেরে উঠি না। আর দীর্ঘদিন থেকে রাকসু নির্বাচন না
আরো সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে কিছু বলতেও পারছি না। ফলে

১৯৯০ সালে
প্রফেসর আনি
সংসদ বাতিল
রহমান রাকসু
অন্তর্দ্বন্দ্বের কা
কার্যকলাপের ক
সেই থেকে অচ
১৯৯৩ সালের
ক্যাম্পাস ইসলা
বছর স্বাধীনতা
১৯৯০ সালে
প্রফেসর আনি
সংসদ বাতিল
রহমান রাকসু
অন্তর্দ্বন্দ্বের কা
কার্যকলাপের ক
সেই থেকে অচ
১৯৯৩ সালের
ক্যাম্পাস ইসলা
বছর স্বাধীনতা

১৯৯০ সালে
প্রফেসর আনি
সংসদ বাতিল
রহমান রাকসু
অন্তর্দ্বন্দ্বের কা
কার্যকলাপের ক
সেই থেকে অচ
১৯৯৩ সালের
ক্যাম্পাস ইসলা
বছর স্বাধীনতা

১৯৯০ সালে
প্রফেসর আনি
সংসদ বাতিল
রহমান রাকসু
অন্তর্দ্বন্দ্বের কা
কার্যকলাপের ক
সেই থেকে অচ
১৯৯৩ সালের
ক্যাম্পাস ইসলা
বছর স্বাধীনতা